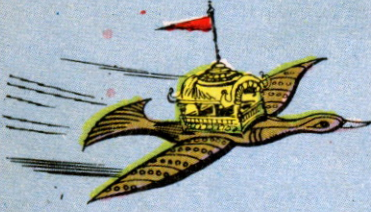


রাক্ষসের দুর্গা



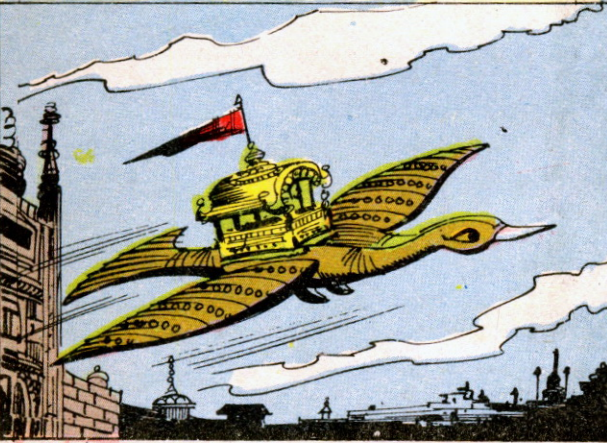
শ্রীশ্রী
তিনটি কাহিনী

দুর্পহারী ধনকাল



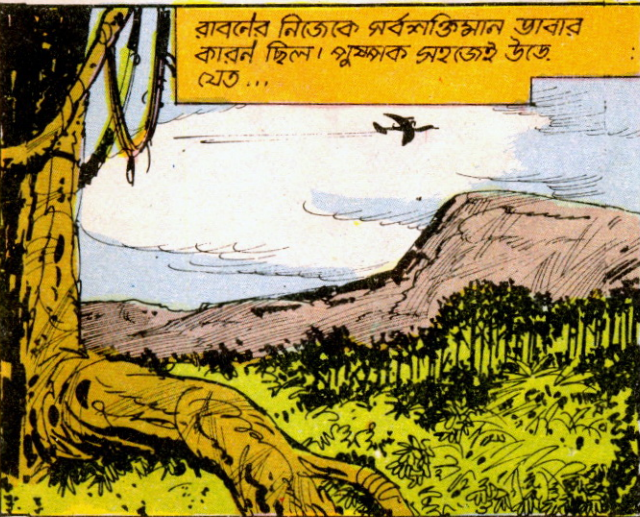
রাক্ষস তাঁর বৈদ্যদেয় ডাই কুবেরকে
বিভাদিত করে লঙ্কার সিংহাসনে
বসলেন... আর কুশিকত
করলেন দেশের খাবতীয়
সম্বাদ ...

... এমন কি কুবেরের বিশাল আকাশরথ
পুষ্পকও।



আম্মার সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোহন
কারুর হবে না,
আগ্নি দেবার প্রত্ন।

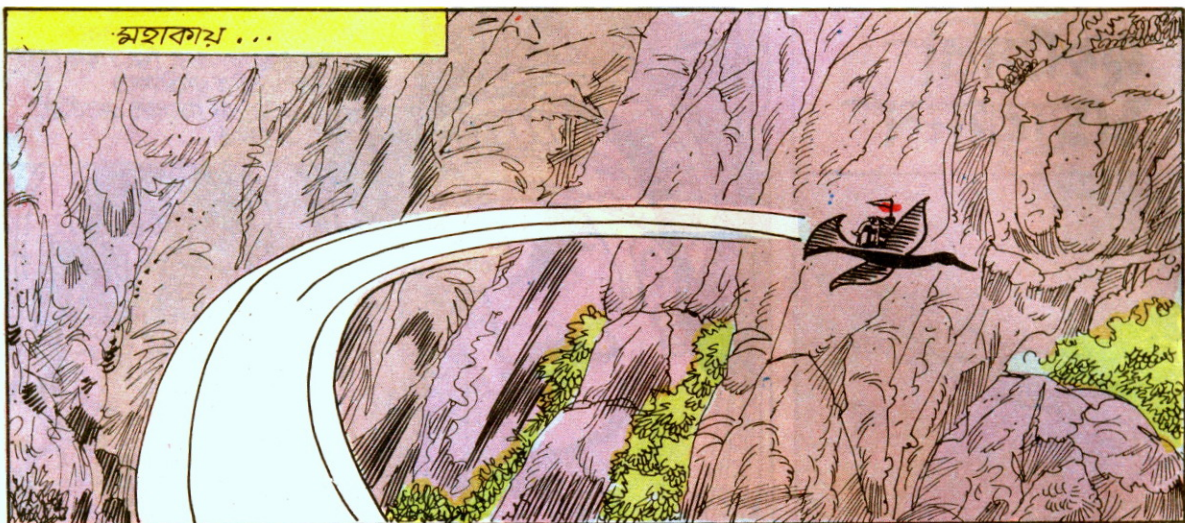
রাক্ষসের নিজেকে সর্বস্বত্বসিদ্ধান আবার
কারন ছিল। পুষ্পক মহতেই উড়ে
যেত ...



... পাহাড় আর উপত্যকা সেরিয়ে।

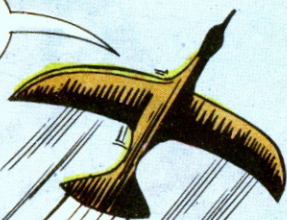


মহাকাব্য...



আকাশে ছোঁয়া পাহাড়েরা ও পুষ্পকে বার্থা
দিতে পারতনা... রাবন স্মৃতি মন
উড়ে চলতেন।

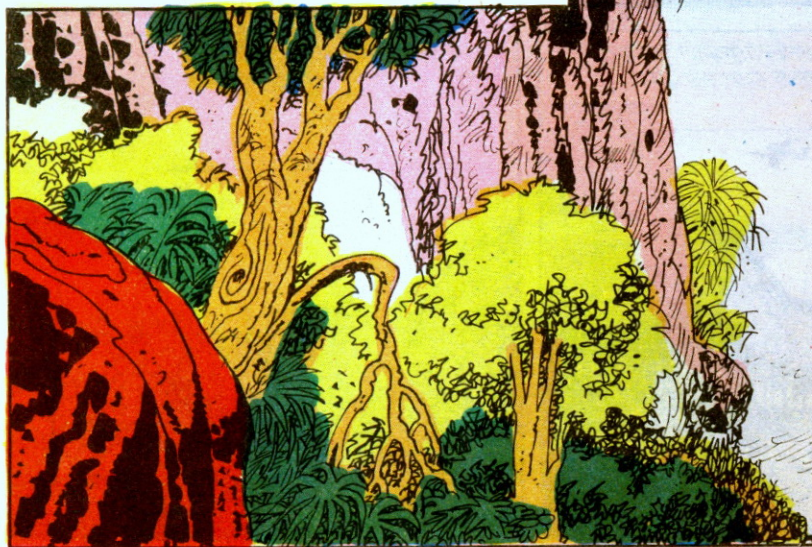
ওপরে!
আরো
ওপরে!



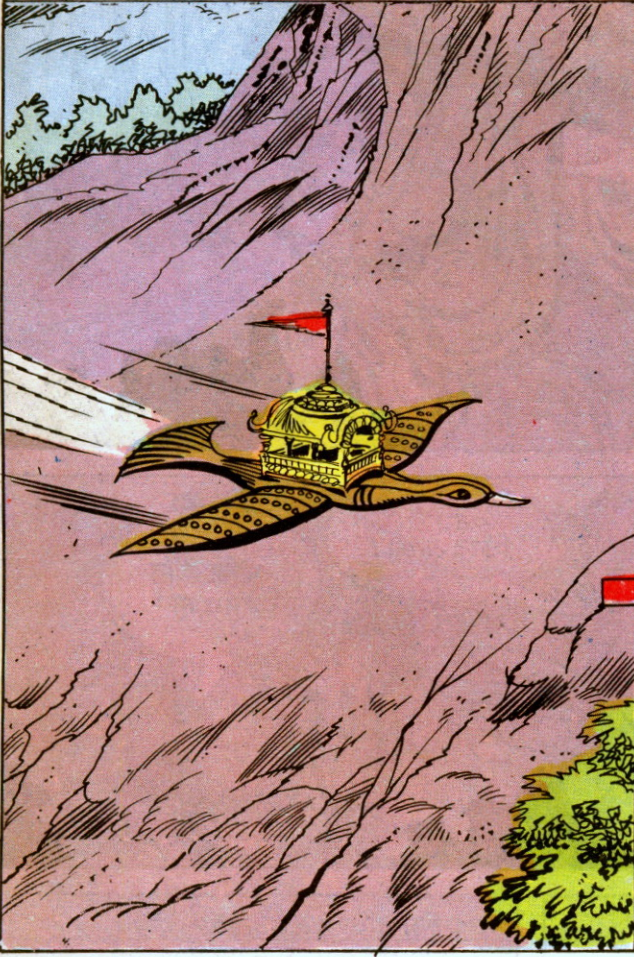
ওর স্নাত্তা
ছাড়িয়ে
উড়ে, চলো।



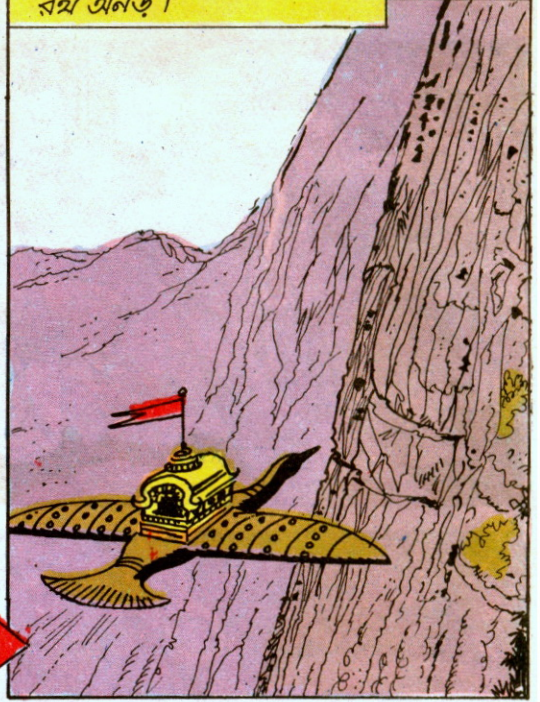
বহু রাবনের মন ইচ্ছাই
পূরণ করত।



একদিন..সিঁবের আবাস কৈলাস পর্বতের দিকে
যেতে গিয়ে রহা হঠাৎ থমকে গেল।



অনেক চেষ্টা করলেন রাবন... কিন্তু
রহা এনত!'



বেশ... পুষ্কক যদি পাহাড়টা
জিঞ্জিষে যেতে না চায়...
আমিই মাদ্রনের বাধাকে
ছুড়ে ফেলে পাহা
পরিস্কার করব।



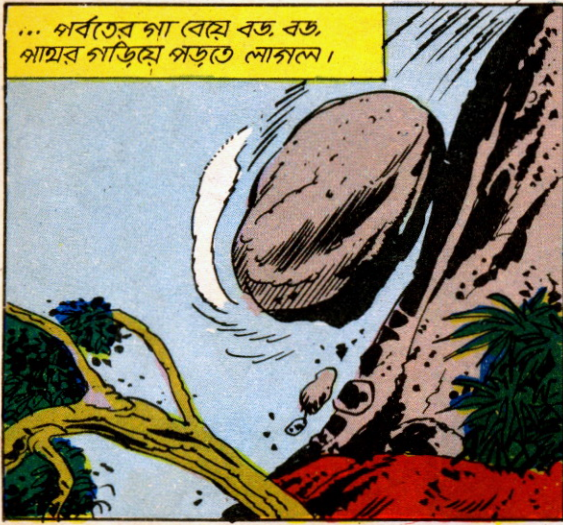
পুষ্কক কথা শুনছে না কেন?
নিশ্চয় পর্বতবানী কোনো
জীবের কাজ এটা।



দুই দুজনে কৈলাসে পার্বতীর সঙ্গে শিবের কলহ চলছিল।
পার্বতী রাগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেলেন।



... পৰ্বতের গা বেয়ে বড় বড়
পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল।



পার্বতী নিজেকে দ্রাক্ষমাতে পারছেন না...

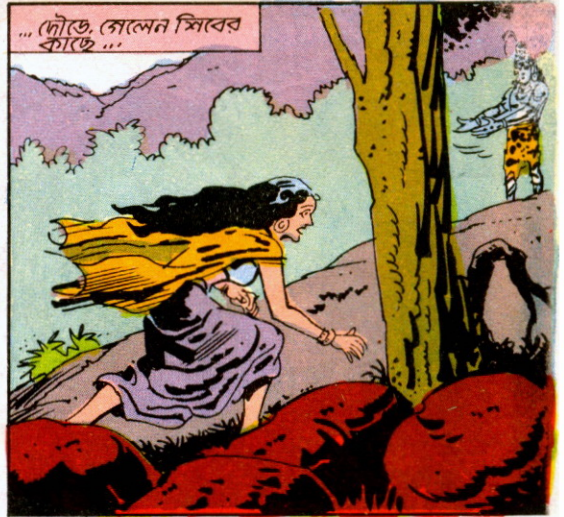


... এখনি পড়ে, যাবেন ...

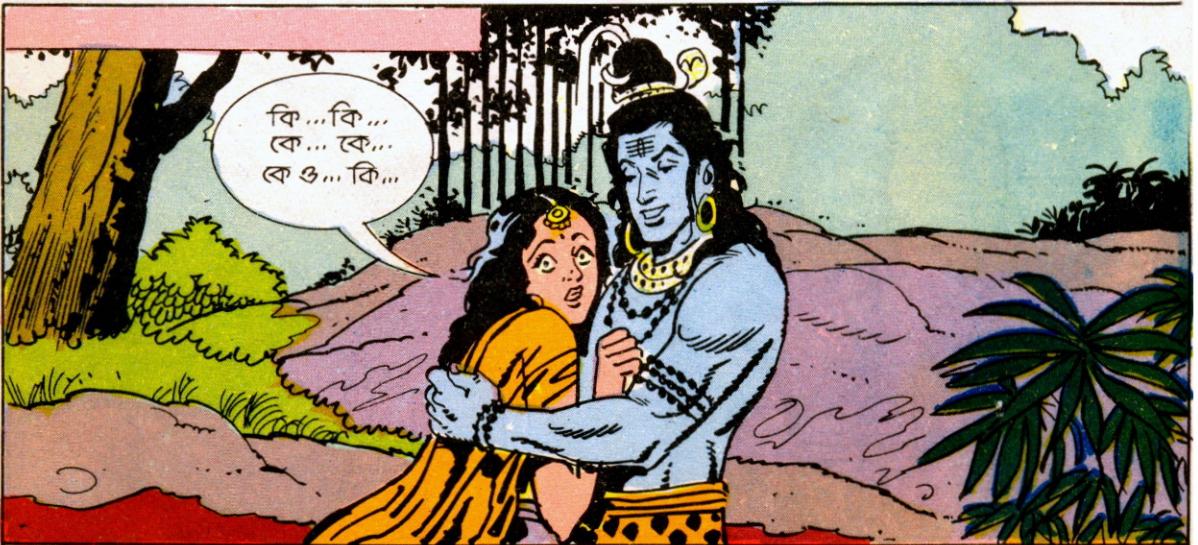


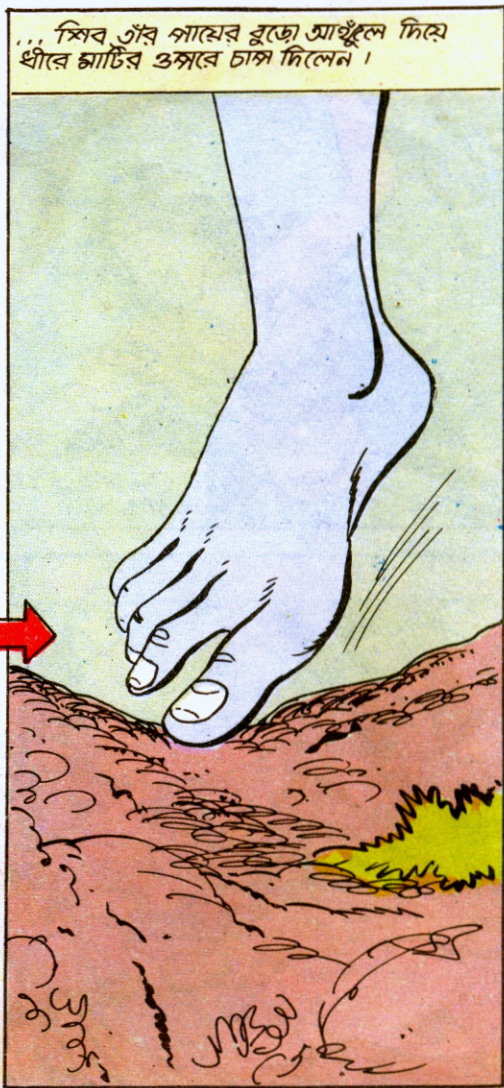
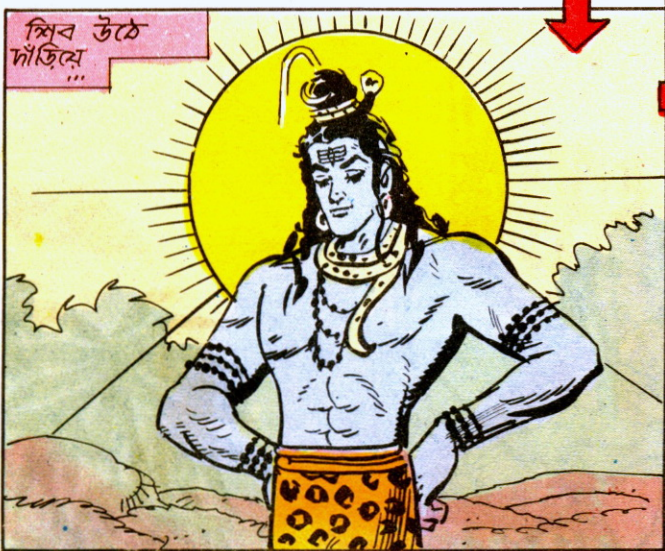
কোনভাবে নিজেকে
দ্রাক্ষমাতে...

... দৌড়ে, সোমেন সিবের
কাছে ...



বি...বি...
কে...কে...
কে ও...বি...

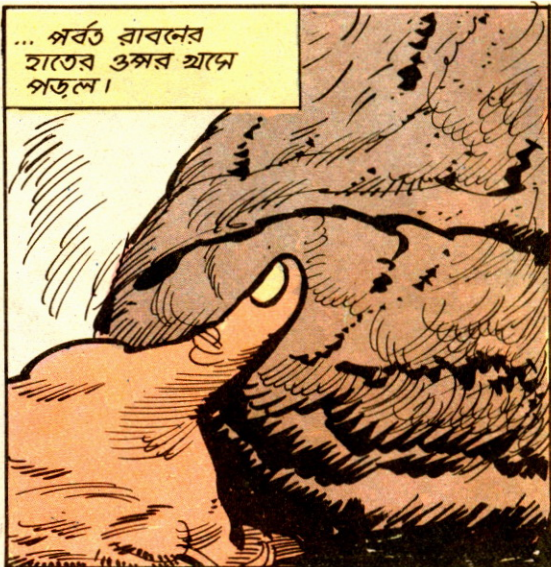




পর ভূতুতে ...



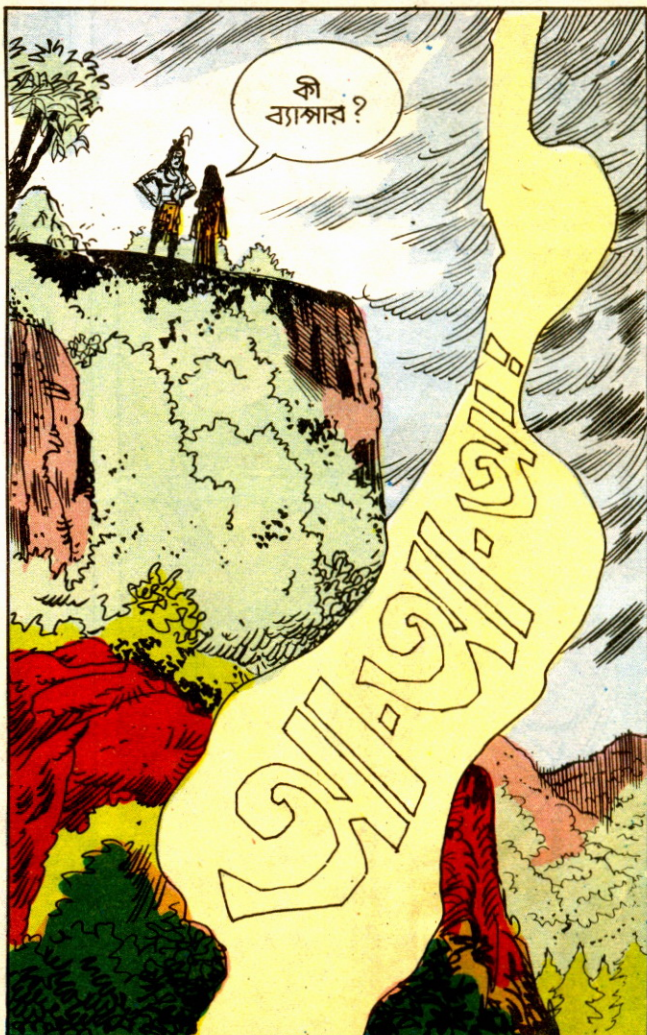
... পর্বত রাবনের
হাতের ওপরে খান্নে
পড়ল।



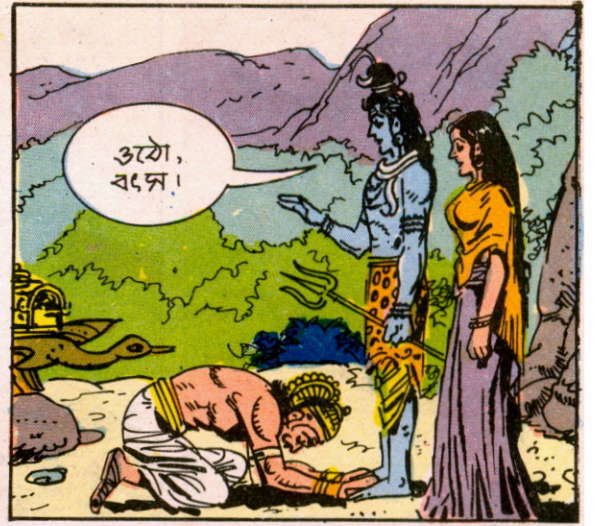
আত্নানাদ করে উঠলেন রাবন।



কী
ব্যাপার?

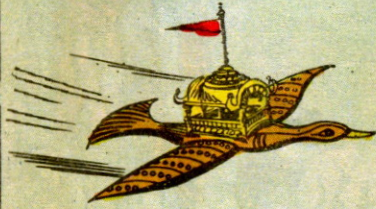




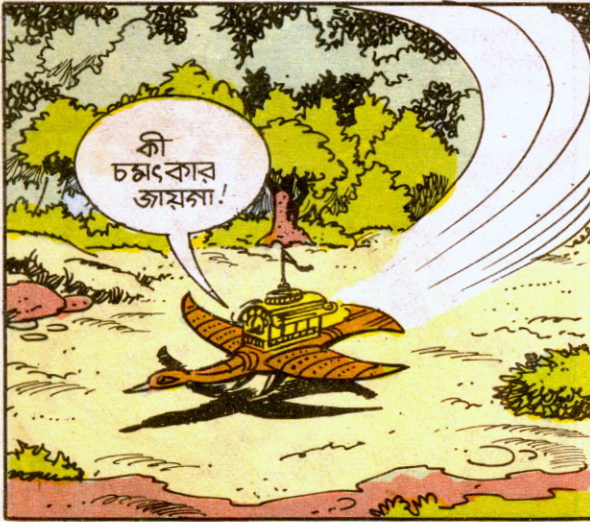


মাহিষ্মতী উপাখ্যান

একবার রাবন সূক্ষ্মক রয়েছে তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীকে
নিষে ঘুরতে ঘুরতে কাঠবিড়ার অর্জুনের রাজধানী
মাহিষ্মতীতে গিয়ে পৌঁছলেন।



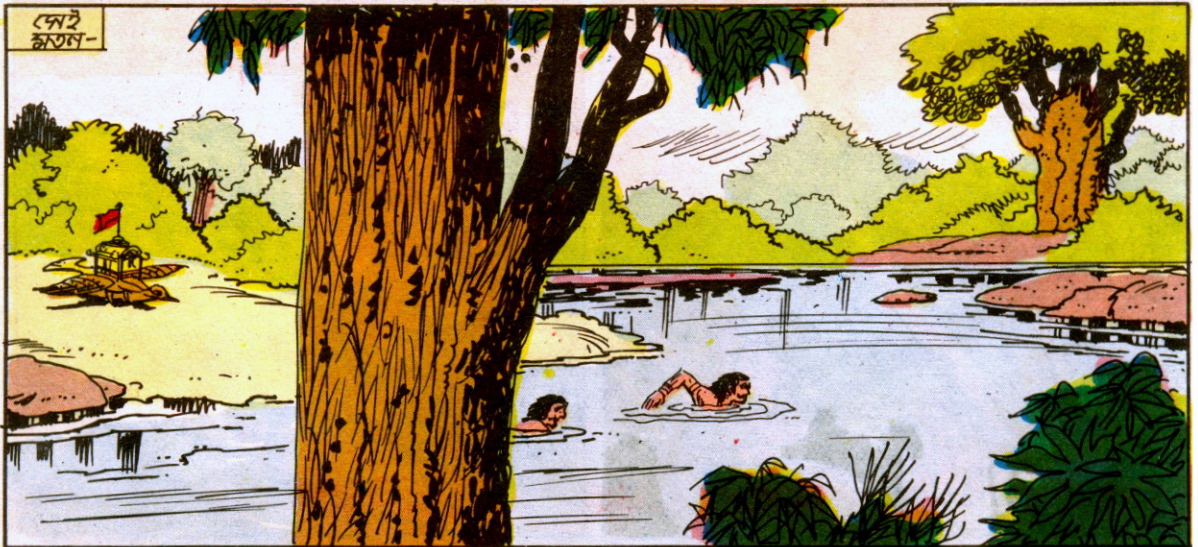
নন্দা নদী!
আমি ঐ পবিত্র
নদীর ধারে রথ
থেকে নামব!



কী
চমৎকার
জায়গা!

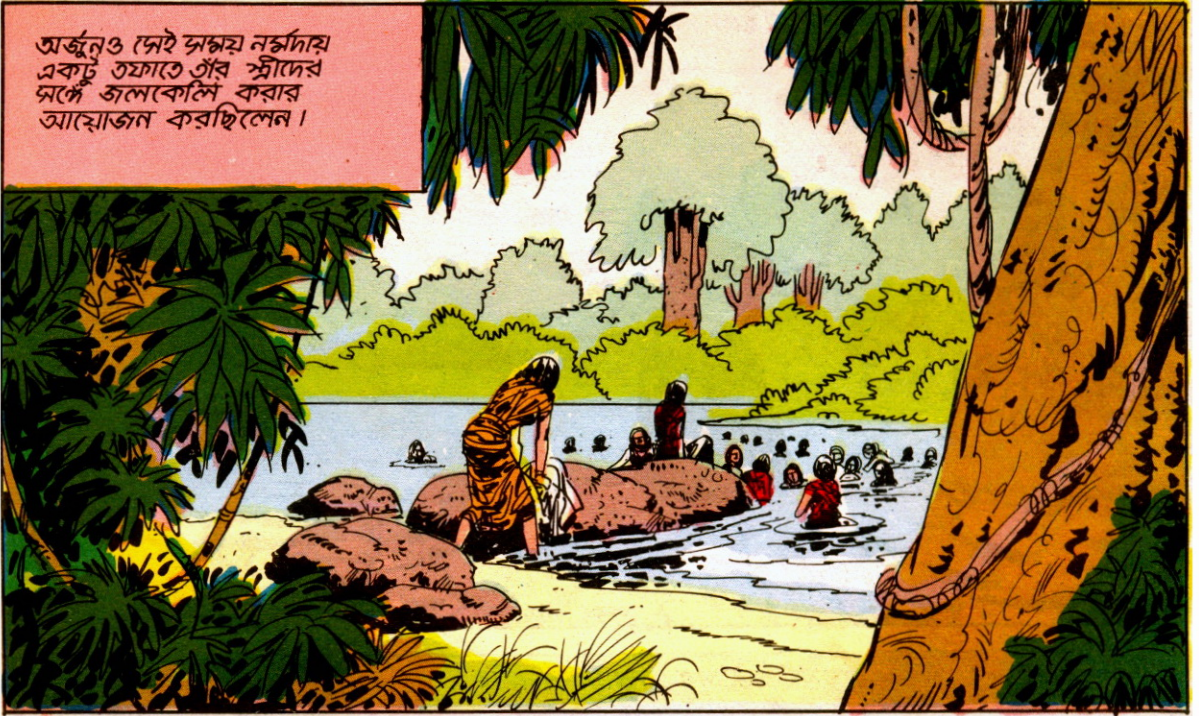


আগে নদীতে স্নান করি,
শিবকে পূজা করি, তারপর
আমরা রাজ্য ঘুরে
দেখব।



দেখ
কতন-

অর্জুনও সেই ভুলেই নর্দদায়ে
একটু তফাতে তাঁর স্ত্রীদের
দুপে জলেকোমি করার
আয়োজন করছিলেন।



আপনার তো খুব
স্বাস্থ্য, কিন্তু আপনি
কি নর্দদার
জলেকোমি করতে
পারেন?

কেউ
পারে না!

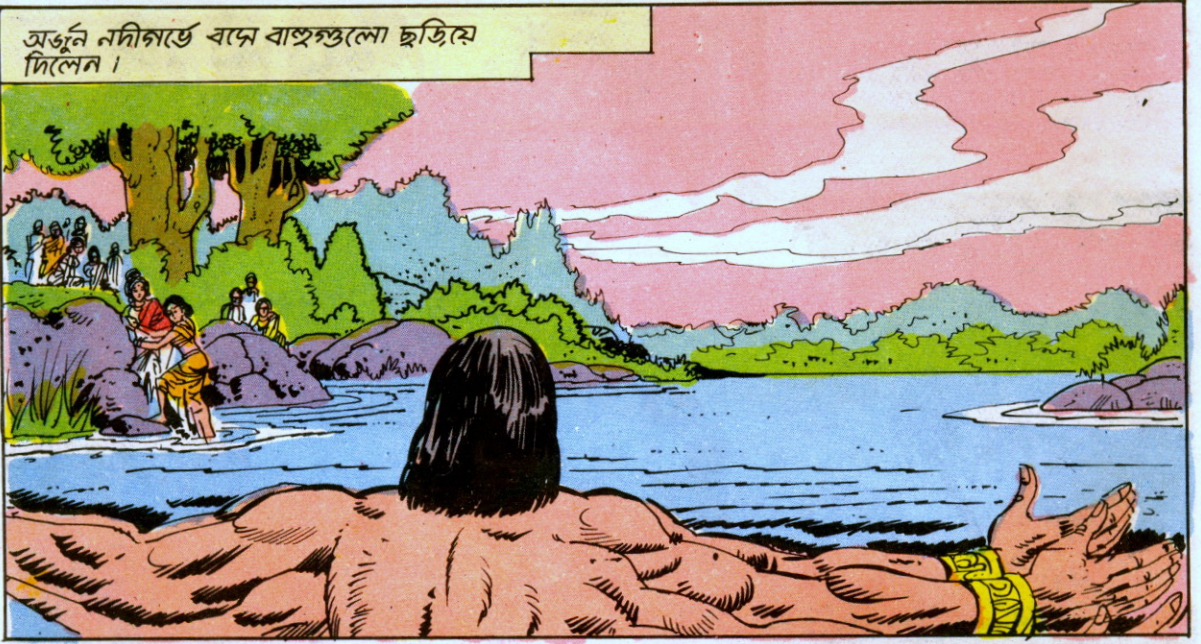


আপনি... সহস্রভুজ
অর্জুনও না!

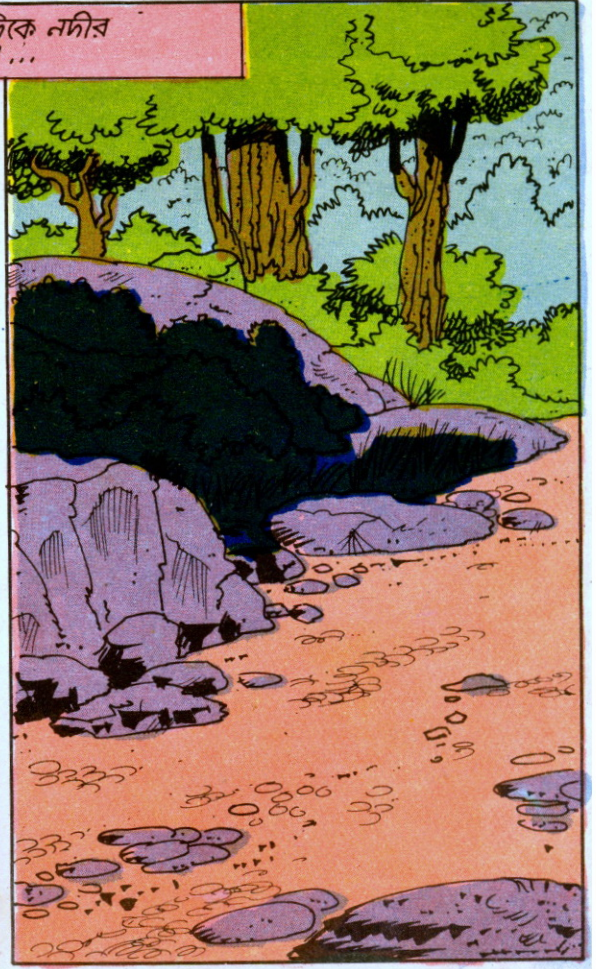
আমি এ আহ্বান
গ্রহণ করছি।



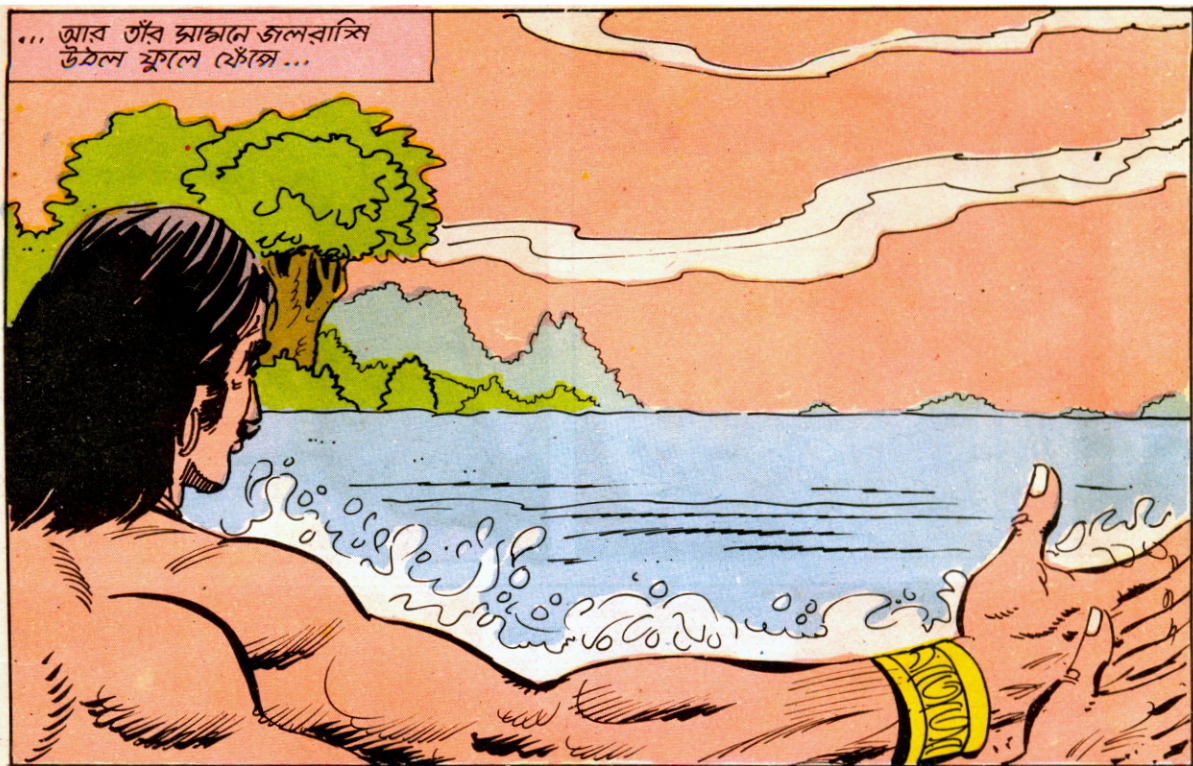
অর্জুন নদীতীরে বাদ্য বাজুগুলো ছড়িয়ে
দিলেন ।



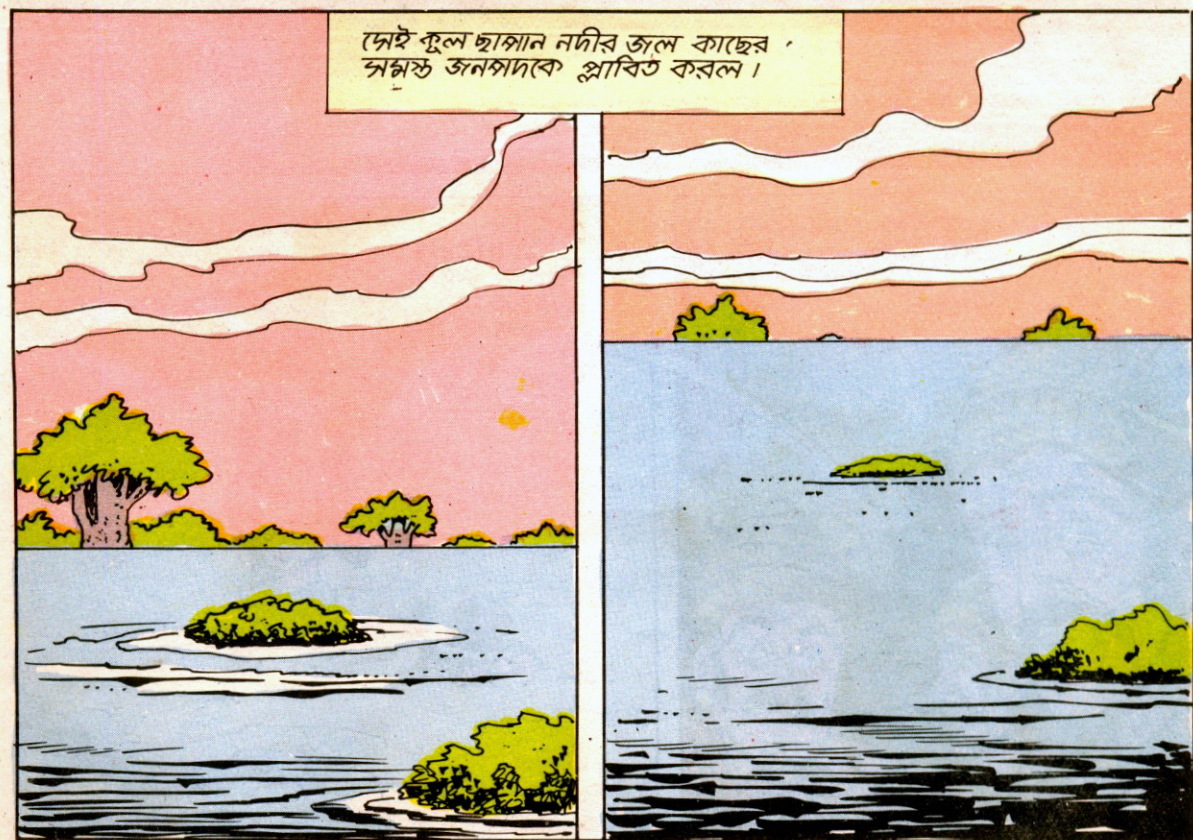
স্মৃতিতে অর্জুনের কোনদিকে নদীর
তাল শুবিয়ে গেল ...



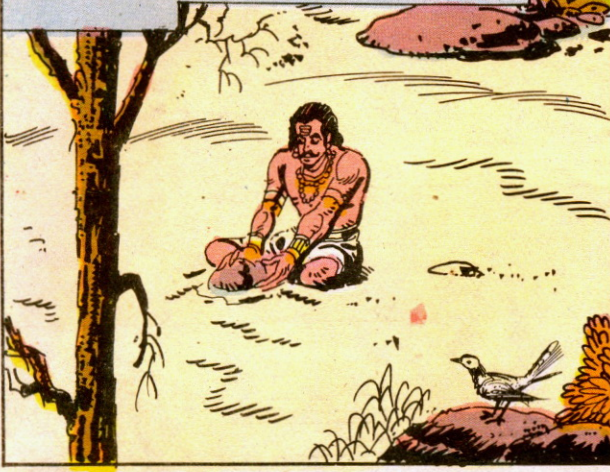
... আর তাঁর ডাঙানে জলরাশি
উঠল ফুলে ফোঁসে...



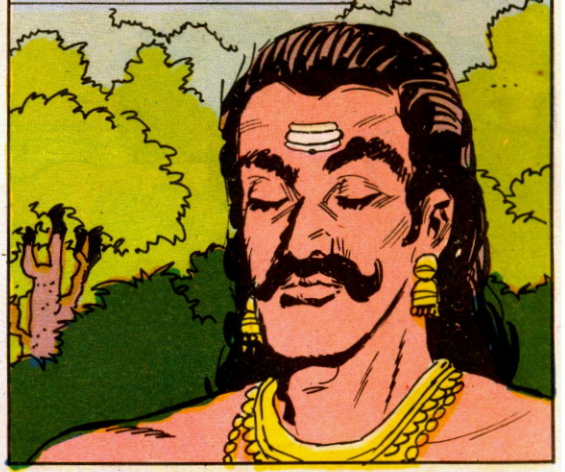
দেই কুল ছাফান নদীর জলে কাছের
স্নানস্থ জনসদকে প্রাণিত করল।



এই ক্ষম্য রাবন গাহাড়ের ওজারে নদীতে
স্থান দ্বৈরে বালি দিয়ে লিখি *
তেরি করে...



... পুজোয় বন্দেছেন... ক্ষম্মীরা
তাঁর দিকে লক্ষ্য
বাস্যছেন...



লক্ষ্য করো, নদীর
তলে ক্ষম্মঃ আম্মাদের
দিকে এগিয়ে
আসছে।



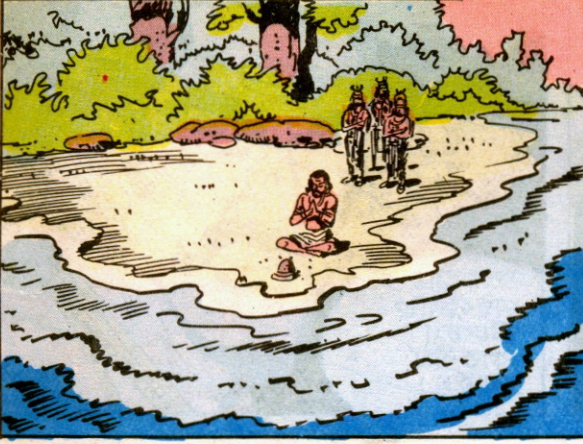
এ তো বন্যা! এদিকে
প্রস্থ ধ্যানে
বন্দেছেন।



ওঁকে বিরক্ত
করতে চাহেন
হচ্ছে না।
কিন্তু কি করি?



বন্যার জলে রাবনের দিকে এলিয়ে
আপনছে... নান্দীরী এদহাযের
নতন দেখাছেন।



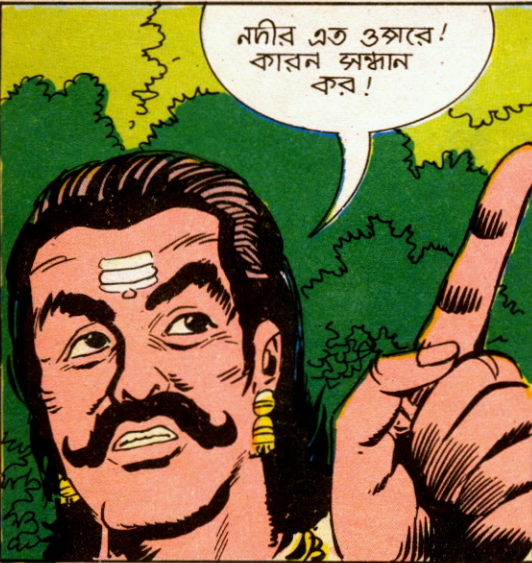
বন্যার জলে লিঙ্ক ডানিয়ে নেওয়ার উদ্যম
করতে... রাবম ধ্যান্ডক করে
তাকালেন।



প্রভু! কামে হচ্ছে
নদীতে বন্যা
দেখা দিয়েছে!



নদীর এত ওসারে!
কারণ সন্ধান
কর!

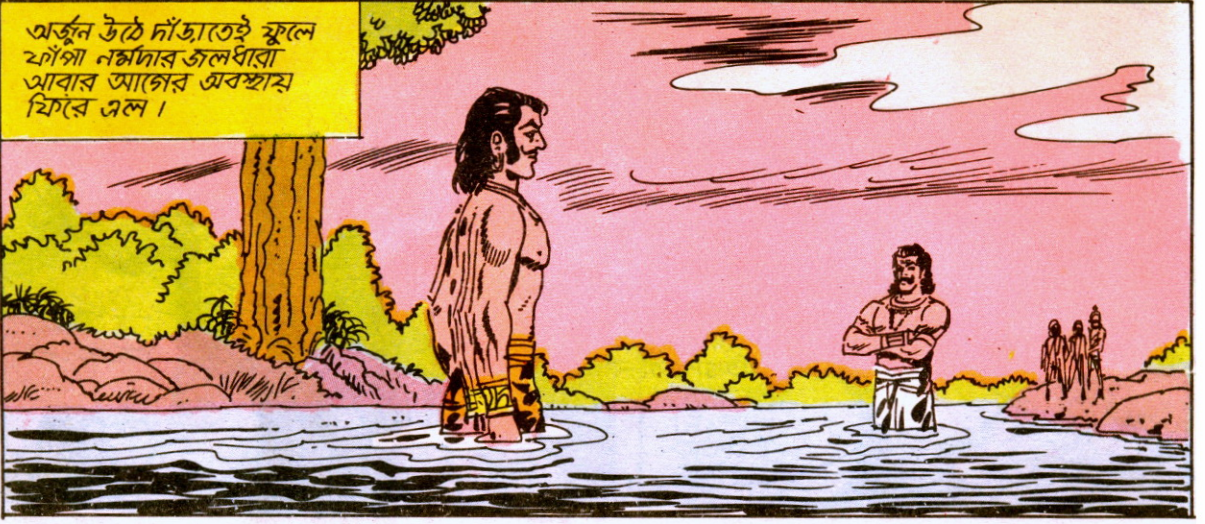




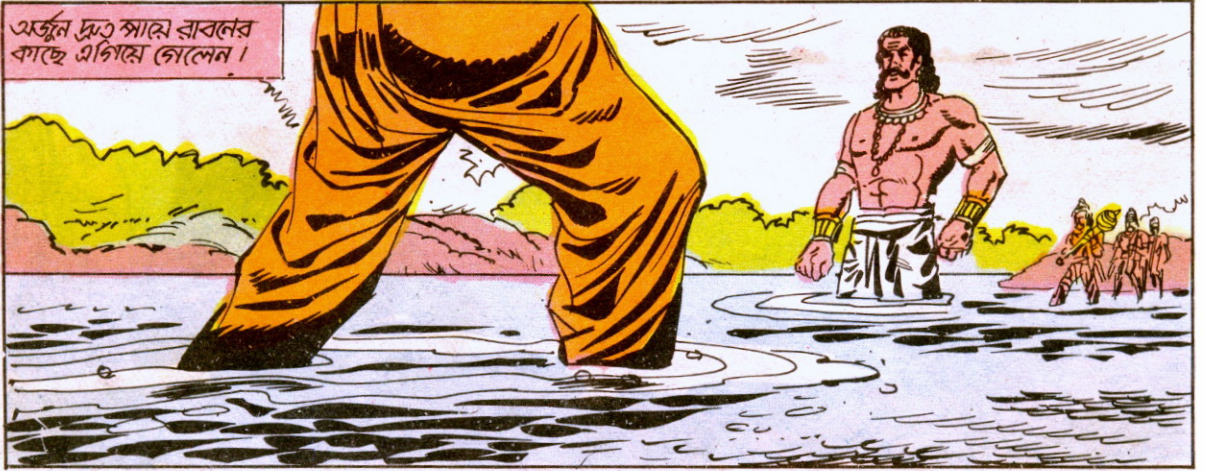
পবিত্র নদীর
গতিবো রুদ্ধ করে নয়-
ওজ্জ্বল! যদি শক্তি
দেখাতে চাও আমার
মুখে প্রতিশ্রুতি কর!



অর্জুন উঠে নাঁড়াতেই ফুলে
খাঁপা নন্দাদার জলধারা
আবার আগের অবস্থায়
ফিরে এল।



অর্জুন দ্রুত স্নানে বাবলের
কাছে এগিয়ে গেলেন।



গৃহিষ্ঠাভীতে আগন্ত
অতিথিদের আগমরা সব
দ্রুত আতিথ্য দান করি
— তাঁদের স্নানো-
বাসনা পূর্ণ
করি।



আপনুন,
আপনার যুদ্ধ
করার ইচ্ছা
পূর্ণ করি।



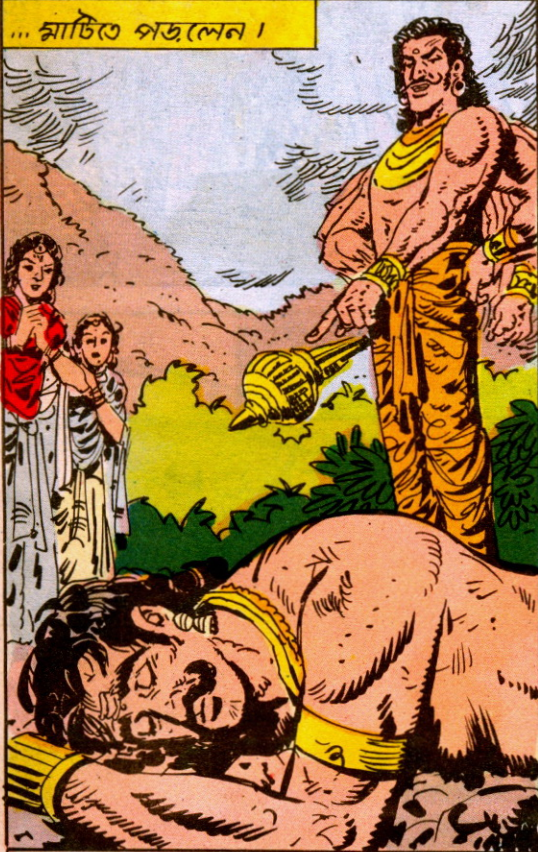
মহাপরাক্রমসালী রাজা নদা হাতে
অনেকস্থান যুদ্ধ চালালেন।



শেষে অর্জুনের নদার এক আঘাতে
রাবণ টলে...



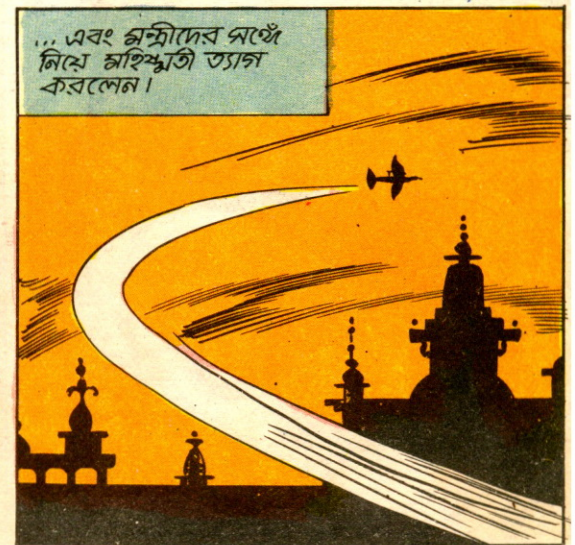
...মাটিতে পড়লেন।



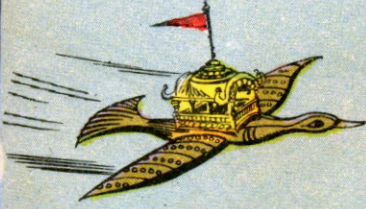
অর্জুনের হাতে রাবণ বন্দী হয়েছেন শুনে
রাবণের পিতামহ পুলকিত ছুনি
মহিষ্মতীতে ছুটে এলেন।



স্বাগত,
মহাশয়ন!



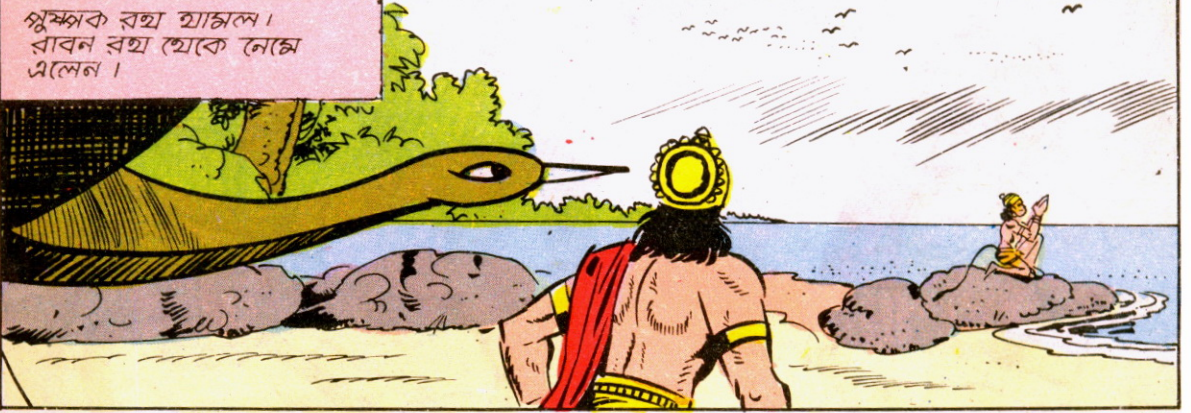
অধ্যাত্ত



একদিন রাবন কিষ্কিন্ধ্যা নগরে এলেন।



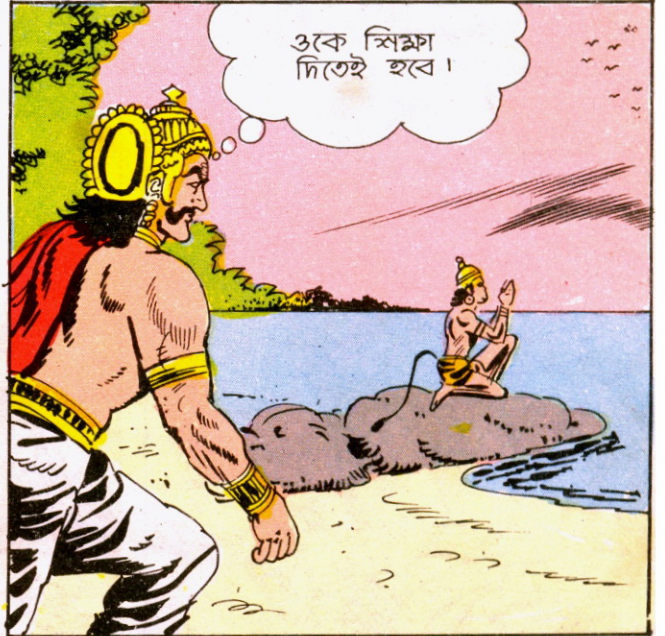
পুষ্পক রথ ছাটল।
রাবন রথ থেকে নেমে
এলেন।

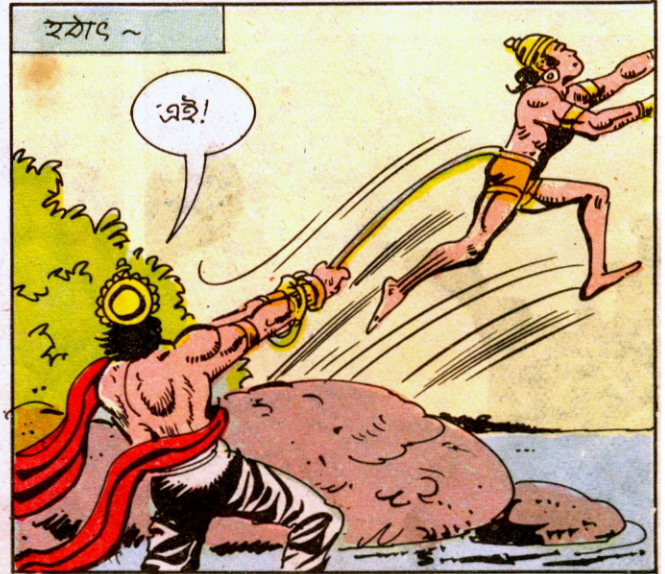
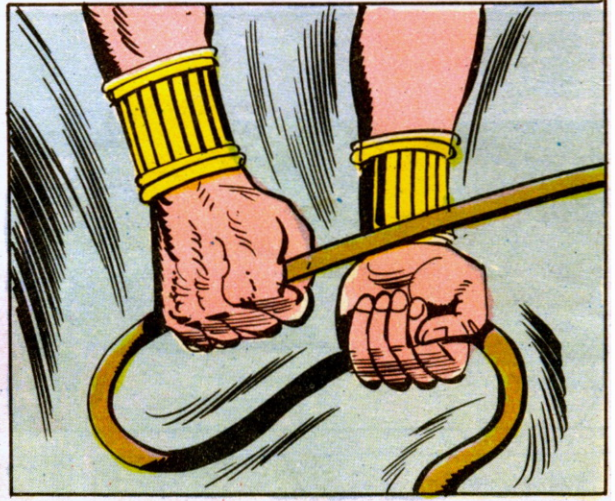
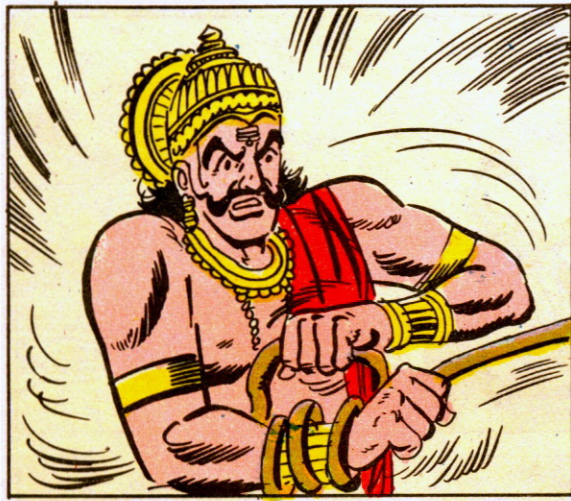
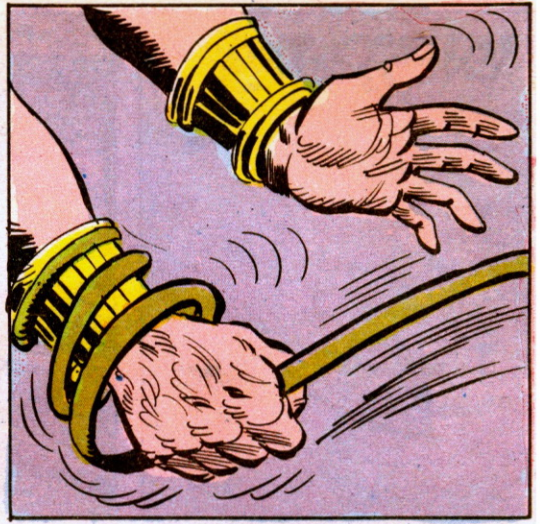
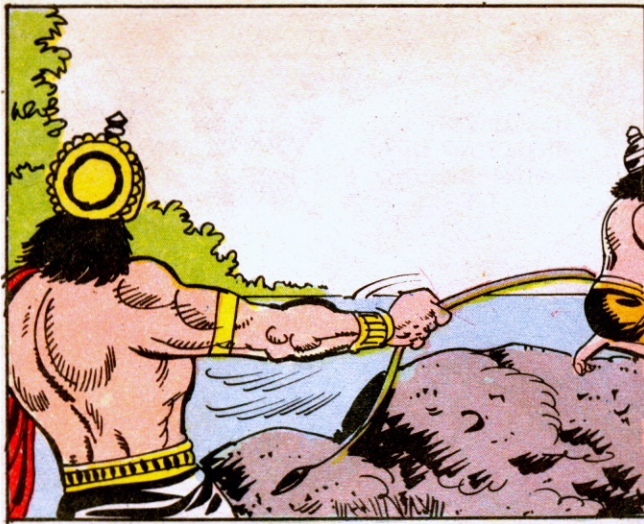


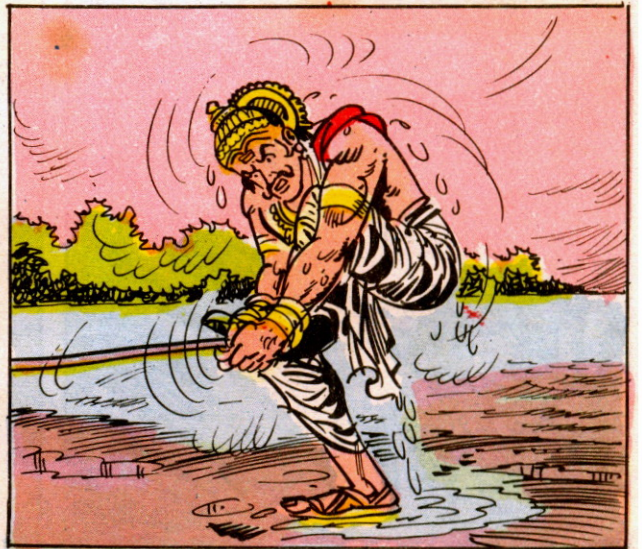
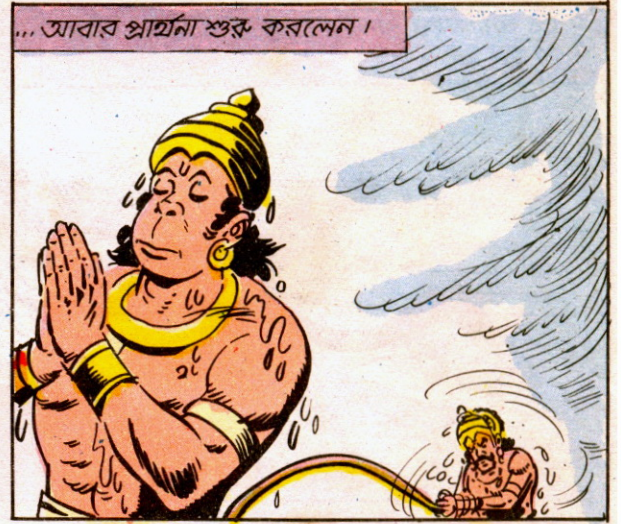
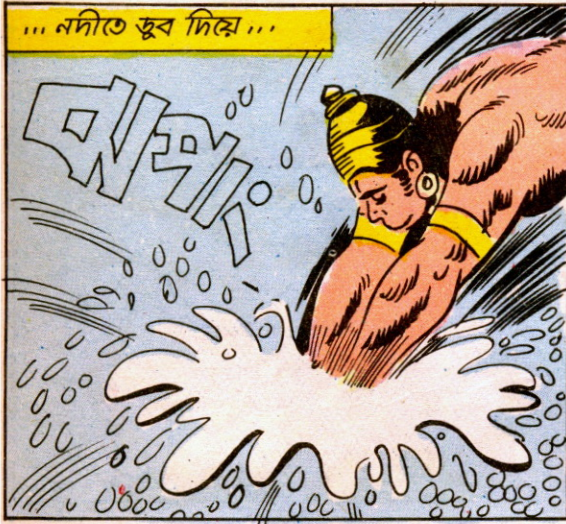
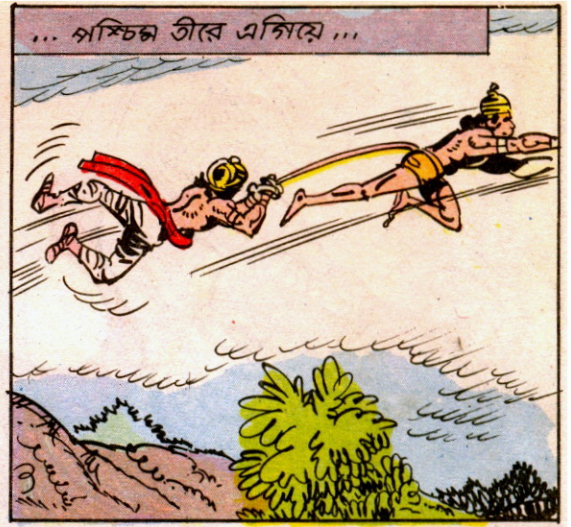
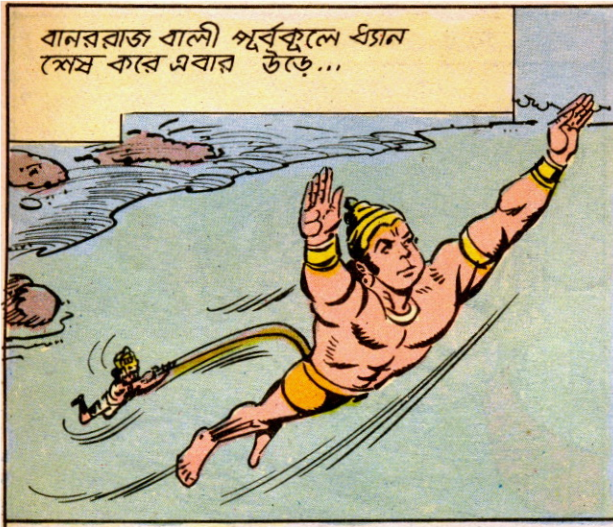
নৃচ্ছার জন্তুটা
নিশ্চয় আমাকে
দেখেছে। কিন্তু
অধ্যাত্তনা করার
জন্য এগিয়ে
আগছে না
কেন?



ওকে স্নিহা
দিতেই হবে।

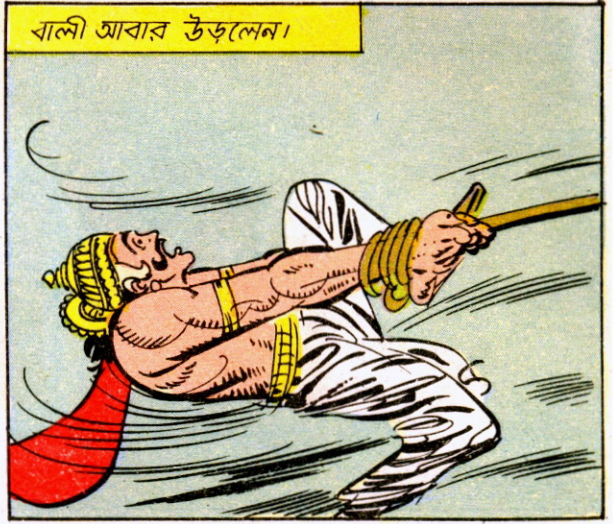




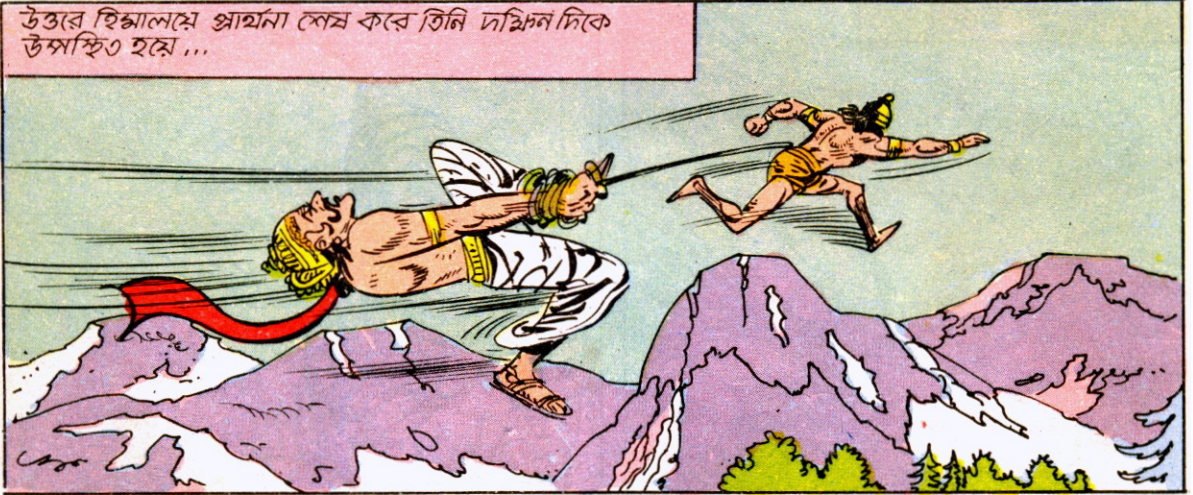




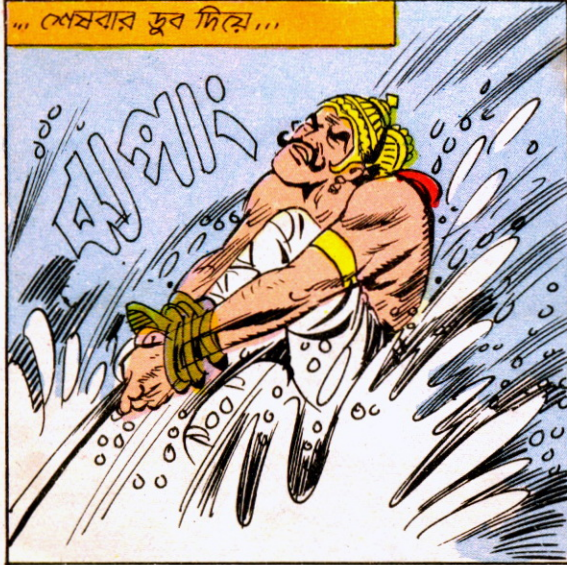
বালী আবার উড়লেন।



উত্তরে হিমালয়ে প্রার্থনা শেষ করে তিনি দক্ষিণ দিকে
উদ্গমিত হয়ে ...



... শেষবার দুব দিয়ে ...



... দিনের শেষ প্রার্থনায়
বদলেন।

